বুকলেট সিরিজ ২

একাডেমিকসে এপিডেমিক

ছাত্রছাত্রী বিরোধী ইউজিসির নয়া গাইডলাইন বাতিল করো

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটি

#BoycottUGCguidelines

কোভিড-১৯, নোভেল করোনা ভাইরাস গোটা দুনিয়াতে যে মরামারীর জন্ম দিয়েছে- তার সাথে আমরা গত সাত-আট মাস ধরে নাগাড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রুটিরুজি একে একে সমস্তকিছুই এই মহামারীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হয়েছে। শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নয়, মানুষের রুটিরুজির বন্দোবস্ত হারানোও আমাদের অসহায়তার কারণ। এই সময় দেশের সরকারের থেকে যে নিশ্চয়তা, পাশে থাকা আশা করে দেশের জনগন; তার সিকিভাগও বরাদ্দ হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। সাম্প্রতিককালে ইউজিসির গাইডলাইন আবার প্রমাণ করল এই সরকার আসলে এই কঠিন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকতে চায় না, বরং কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যায় ফেলতে এমনকি তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও দু'বার ভাবেনা এই সরকার ।

ক্রোনোলজি বুঝলে

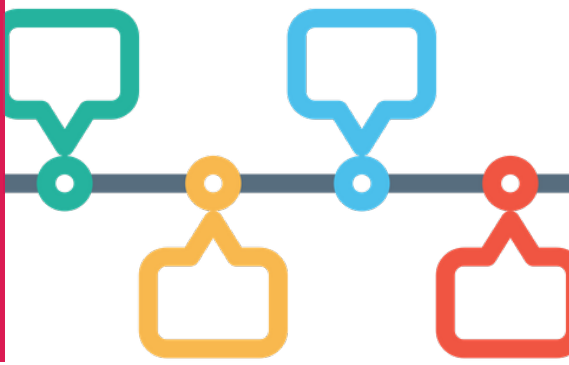

দু বছর আগে ইউজিসি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র সরকার। যদিও প্রবল প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মুখে সেই সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তারপর গত বছর শিক্ষাবিরোধী নয়া শিক্ষানীতি ২০১৯-এ ইউজিসি'কে কার্যত গুরুত্বহীন করে রাখার প্রকল্প আনে কেন্দ্র সরকার। আর এই বছর এপ্রিল মাসে আমরা দেখলাম এই মহামারীর মধ্যে পরীক্ষা ও একাডেমিক ইয়ার সংক্রান্ত প্রশ্নে ইউজিসি'র তুঘলকি সিদ্ধান্ত। তার আড়াই মাস পর ইউজিসি'কে ফাইনাল ইয়ার ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বাধ্যতামূলক' পরীক্ষা দেওয়ার নিদান দিতেও দেখল গোটা ভারতবর্ষের মানুষ।

বিশেষজ্ঞ, কীসে?

এই গাইডলাইন তারা তৈরি করেছে কোনো এক 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'র নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে। যদিও কী কারণে দেশের এই অবস্থায় পরীক্ষা 'বাধ্যতামূলক' করা অনৈতিক ও অবাস্তব তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

কারা এই বিশেষজ্ঞ কমিটি? তারা কাদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করেছে এই সিদ্ধান্ত? এর উত্তর দেশের ছাত্ররা জানে না।

#BoycottUGCguidelines

কী আছে গাইডলাইনে?

১. অনলাইনে বা অফলাইনে বা দুই পদ্ধতি মিলিয়ে হোক। ফাইনাল ইয়ার ছাত্রছাত্রীদের ২০২০-র সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক ।

২. যদি কোনো ছাত্রছাত্রী কোনো বিশেষ কারণে এই পরীক্ষা দিতে না পারে, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন পরিস্থিতি অনুকূল হবে তখন তার জন্য পরীক্ষা নেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করবে।

৩. ব্যাকপেপারের ক্ষেত্রেও একইরকম 'বাধ্যতামূলক' পরীক্ষার কথা বলা আছে এখানে।

৪. ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আগের গাইডলাইনই অনুসরণ করা হবে।

৫. দুটি Annexure বের করে সিটিং এরেঞ্জমেন্ট কীভাবে হবে তা নির্দিষ্ট করেছে ইউজিসি।

#BoycottUGCguidelines

গোড়ায় গলদ

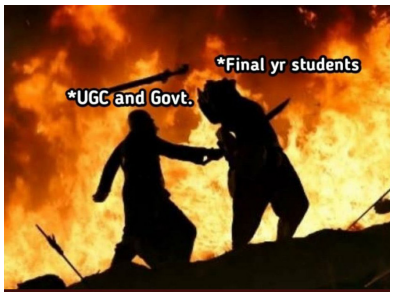

মিমসূত্রঃ টুইটার

১. শিক্ষা যৌথ-তালিকার বিষয়। তাই রাজ্য সরকারের সাথে কথা না বলে ইউজিসি ইউনিভার্সিটিকে 'বাধ্যতামূলক' পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলতে পারে না। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী। ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী। এর মাধ্যমে এই সরকার আবার তার ফ্যাসিস্ট চরিত্র প্রমাণ করল।

২. অফলাইনে পরীক্ষা হওয়ার মানে, তা যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টেই হোক না কেন, ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রত্যেকের জীবনকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলা। ভারতের সবচেয়ে প্রচলিত গণপরিবহন, ট্রেন ব্যবস্থাই আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার যেভাবে বাড়ছে তাতে সমস্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার কোনো দিশা দেখা যাচ্ছে না একেবারেই। কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলিতে বহু দূর থেকে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা আসেন, যারা এই গণপরিবহণের

ওপর নির্ভরশীল। এই লাখ লাখ মানুষকে সংক্রমণের সম্ভবনার মুখে ঠেলে দেওয়া অমানবিক, অনৈতিক।

৩. ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ধাপ্পাবাজির দৌলতে ভারতে এখনও পর্যন্ত ৩৬% মানুষের কাছে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছেছে। ফলে এটা স্পষ্ট যে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের কাছেই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই। যাদের কাছে সুযোগ আছে, তাদের মধ্যেও একাংশের ইন্টারনেট প্যাকেজ রিচার্জ করার মতো অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নেই। একটি বড় অংশের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইমেল মারফৎ ডকুমেন্ট পাঠানো কিংবা স্ক্যান করার মতো বিভিন্ন কাজ করার মতো যথেষ্ট পারদর্শী নয়। ফলে অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতি আসলে আগাগোড়াই বৈষম্যমূলক। কাশ্মীরে বেশ কয়েকমাস ধরে সরকারের তরফ থেকেই ইন্টারনেট পরিষেবা অকেজো কিংবা ধীর গতির করে রাখা রয়েছে। এই অবস্থায়, কীভাবে সরকারের তরফ থেকে অনলাইন শিক্ষায় জোর দেওয়া হয়?

৪. একইভাবে ব্যাকলগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'বাধ্যতামূলক পরীক্ষা' অনৈতিক ও ছাত্রস্বার্থবিরোধী।

৫. কখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, তার ভরসায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ও রেজাল্ট আটকে রাখা আরেক ধরণের বৈষম্যের জন্ম দেয়। তাই এখন যারা পরীক্ষা দিতে পারবে না তারা পরে পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট হাতে পাবে, এই মন্তব্য আসলে সেইসমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্য কেরিয়ার গড়ার সুযোগের পথে একটি মস্ত পাহাড় তুলে দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার প্রকল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।।

#BoycottUGCguidelines

যা যা বোঝা যাচ্ছে

এপ্রিল মাসের ইউজিসির গাইডলাইন যখন প্রকাশিত হয়, তখন রোজ ৪০০-৫০০ মতো কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছিল। এই হার এখন ২৫-২৬ হাজার ছুঁয়েছে এবং সংক্রমণ কমার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে ইউজিসি ঘোষণা করছে পরীক্ষা 'বাধ্যতামূলক' করার কথা। মানুষ এমনিতেই সন্ত্রস্ত; কেন্দ্রের অপরিকল্পিত লক-আনলক খেলার মধ্যে রোজগার বিপর্যস্ত। এর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা আসলে এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের জীবন, আমাদের একাডেমিকস কেরিয়ার, ইউজিসি বা কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি পণ্য।

CARE OFF

বড় বড় বিজ্ঞাপন এবং ভাষণেই রয়েছে পিএম'এর কেয়ারের কথা। ফোনের কলার টিউনে এখনও বাজছে, খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে না বেরোনোর নিদান। অথচ ছাত্রছাত্রীদের নাকি পরীক্ষা দিতে হবে। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটিং এরেঞ্জমেন্টে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা তো পরের কথা। যে রাস্তা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে আসতে হবে সেই রাস্তায় বজায় থাকবে তো শারীরিক দূরত্ব? নাকি প্রধানমন্ত্রী সহ গোটা কেন্দ্র সরকার ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক শুধুমাত্র কেয়ার করেন বড় শিল্পপতিদের? বড় পুঁজির মালিকদের? ছাত্রছাত্রীদের জীবন তো বড় সস্তা, "কেটে ছড়িয়ে দিলেই পারত"।

Students Lives Matter!

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আমরা দেখেছি অনলাইন ক্লাস করার পরিকাঠামো না থাকায় আত্মহত্যার ঘটনা। যে দেশে ১৭% ছাত্রছাত্রী মাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়, সেই দেশে অনলাইন

#BoycottUGCguidelines

শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে জাতপাত, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থার মত আরেক ধরণের বিভাজনের মাপকাঠি তৈরি করতে চাইছে সরকার। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীরা তাদের লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই মুখে সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা থাকলেও আসলে গরীব ছাত্রছাত্রীদের বিকাশের পথে এই সরকার খাড়া করছে অনলাইন বিভাজনের ব্যারিকেড।

প্রোগ্রেস .২

ইউজিসির গাইডলাইনে রয়েছে 'ফিউচার প্রোগ্রেস'এর মত শব্দ। আদতে গালভরা হলেও একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ইউজিসি তৈরি করতে চাইছে বেসরকারিকরণের ব্লুপ্রিন্ট। ঠিক যে পদ্ধতিতে মহামারীর পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক কয়লা খাদান বেচে দিয়েছে এই সরকার। "বেসরকারি হলে পরিষেবা ভালো হবে"র ধুয়ো তুলে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে রেলকে; ঠিক একই পদ্ধতিতেই অনলাইন ব্যবস্থা চালু করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে শিক্ষাকেও সেই বেচে দেওয়ার তালিকায় রেখেছে এই সরকার। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ব্যবস্থায় পড়াশুনো ও পরীক্ষার মডেলকে সরকার

#BoycottUGCguidelines

যখন গ্রহণ করে তখন বুঝতেই হয় আসলে সরকারের টিকি বাঁধা রয়েছে কর্পোরেটদের কাছে। তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে দেশের ছাত্রছাত্রীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র ভাবার অবকাশ নেই এই সরকারের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সরকারী পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়, অনলাইনে পরীক্ষার অন্য অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের সাথে চুক্তির নিদান দিয়েছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

গাইডলাইনে রয়েছে গুচ্ছের স্ববিরোধীতা। বলা হচ্ছে ‘ফেয়ার এন্ড ইক্যুয়াল অপারচুনিটি’ তৈরি করতে নাকি এই গাইডলাইনের অবতারণা, কিন্তু আসলে এই গাইডলাইন বৈষম্যমূলক- তা আমরা আগেই দেখেছি। তাছাড়া এই এক অংশের ছাত্রছাত্রীদের এক্সক্লুড করার এই গাইডলাইন কতটা ‘ফেয়ার’ তা আমরা বুঝতেই পারছি। কেরিয়ার অপারচুনিটি বাড়াতে নাকি এই ইউজিসি ভাবছে। আমরাও জানতে আগ্রহী, কীভাবে শেষ পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেকারত্বের

শিরোপা পাওয়া এই দ্বিতীয় এনডিএ সরকার, যাদের অনলাইন ও অফলাইন পরীক্ষা দিতে অসুবিধা তাদের অনির্দিষ্ট কাল অবধি অপেক্ষা করিয়ে রেখে কেরিয়ার অপারচুনিটি বাড়াচ্ছে। একাডেমিক ইভ্যালুয়েশন দরকার, সেটা আমরাও মানছি। কিন্তু একাডেমিক মূল্যায়ণ ও পরীক্ষা কোনোভাবেই একটি অপরটির প্রতিশব্দ নয়। পরীক্ষা, একাডেমিক মূল্যায়ণের একটি সবচেয়ে প্রচলিত ও গৃহীত উপায় মাত্র। দেশের ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সাথে কোনোরকম কথা বা আলোচনা না করেই এই অপদার্থ ও মিথ্যাবাদী ইউজিসি জানাচ্ছে, তারা নাকি আলাপ আলোচনার 'ইনোভেটিভ' চেষ্টা করে গেছে!

এবিভিপি ও মুখোশ

ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের বিরোধী, চূড়ান্ত সংবিধান পরিপন্থী, অবাস্তব, অমানবিক এই ইউজিসি'র গাইডলাইনকে একমাত্র সমর্থন জানিয়েছে আরএসএসের ছাত্রসংগঠন এবিভিপি। এর আগেও আমরা দেখেছি শিক্ষাবিরোধী নয়া শিক্ষানীতি ২০১৯-কে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিল এবিভিপি। এবারেও তারা আবার প্রমাণ করল এই বিশ্বব্যাপী সংকটের মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে খাদের সামনে দাঁড় করাতে এবিভিপি'র একবিন্দুও ভুল হয় না। এবিভিপি তার স্বভাব অনুযায়ীই ছাত্রছাত্রীদের শত্রু। শিক্ষার বিরোধী।

#BoycottUGCguidelines

আত্মনির্ভরতার ধাপ্পাবাজি

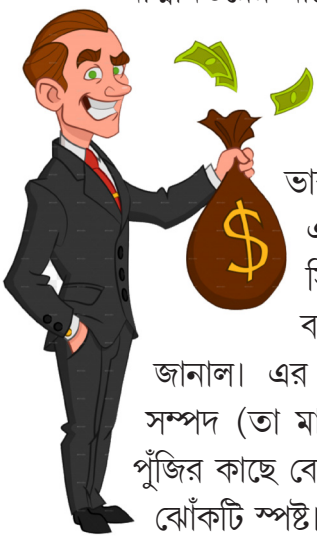

আত্মনির্ভরের নামে ইউজিসি প্রায় স্পষ্টই জানাচ্ছে গ্লোবাল বাজারে ভারতের মেধাকে বিক্রি করতেই তারা আগ্রহী। গ্লোবাল পুঁজির কাছে ভারতের মেধা রপ্তানি করার তাগিদ এতটাই বেশি যে নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তই কয়েক দিনের মধ্যে তার বদলে পুরোপুরি অন্যরকম সিদ্ধান্ত জানাল। এর থেকেই বিশ্বায়নোত্তর ভারতের সম্পদ (তা মানব সম্পদ হলেও) আন্তর্জাতিক পুঁজির কাছে বেচে দেওয়ার প্রবণতার অন্তর্নিহিত ঝোঁকটি স্পষ্ট।

দিশাহীন

বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় অংশের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার থেকে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে গাইডলাইনে বরাদ্দ হয়নি একটিও শব্দ। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বৈষম্যমূলক এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী তাই খুব স্পষ্ট।

#BoycottUGCguidelines

আমাদের বিকল্প প্রস্তাব

১. অনলাইন বা ফিজিক্যাল মোডে পরীক্ষা নয়। এই বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে-

(ক) বর্তমান সেমেস্টারের বা ইয়ারের মূল্যায়িত পেপারের নম্বর অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের নম্বর প্রদান।

(খ) আগের সেমেস্টারের বা ইয়ারের নম্বর অনুযায়ী।

(গ) এই দুই পদ্ধতির মিশেল, ইত্যাদি।

২. এখন প্রতিদিন কয়েক হাজার হারে সংক্রমণ, প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে মৃত্যু ও নতুন নতুন কনটেইনমেন্ট জোন ও হটস্পট বাড়ছে। তাই একটি একবগ্গা পদ্ধতিতে গোটা দেশে পরীক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের স্বাধীকার থাকা প্রয়োজন ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যাতে নিজেদের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত

#BoycottUGCguidelines

নিতে পারে, সেই স্বাধীনতা থাকা দরকার।

৩. ইউজিসি'কে প্রয়োজনে দেশের সমস্ত ছাত্রসংগঠন, ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সাথে আলোচনায় বসতে হবে।

৪. ইউজিসি'কে ০৬/০৭/২০২০ তারিখের গাইডলাইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার ও ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করে অবিলম্বে দ্রুত ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং...

আসলে এই ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার গোটা দেশ জুড়ে ভারতের বৈচিত্র্যের কথা অস্বীকার করে একটি একবগ্গা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি চাপাতে চায়। তার উদাহরণ আমরা বহু জায়গায় দেখেছি। সাম্প্রতিক সিলেবাসের বদলও সেই একই প্রকল্পের অংশ মাত্র। সেই সরকার যে দেশের সমস্ত ছাত্রসমাজ ও শিক্ষার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই মহামারীর মধ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি সুনির্দিষ্ট দিশা দেখাবে- দু'হাজার কুড়ির ভারতবর্ষে এই আশা করাই বৃথা। ইউজিসি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তাদের সেই চরিত্র ও কর্পোরেটদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েই এই গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। এই বিশ্বব্যাপী মহামারীতে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও কোনো নজর তো ইউজিসির নেই'ই বরং আছে বারবার ছাত্রছাত্রীদের কনফিউসড করে দেওয়া। এবং রয়েছে চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত।

তাই চারিদিকে সমগ্র ছাত্রসমাজে এই নয়া গাইডলাইনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে, আমাদেরই রুখতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রকল্পকে।

#BoycottUGCguidelines

এই বিষয়ে আমাদের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ নথি পড়তে ক্লিক করুন নীচের লিংক দুটিতে-

bit.ly/3fs3Jlx

bit.ly/2OmQjLF

#BoycottUGCguidelines

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক কমরেড দেবরাজ দেবনাথ ও কমরেড সন্দীপ নস্কর কর্তৃক প্রকাশিত।

যোগাযোগ- ৯৫৬৩৬৯৮৪১৪/৮৪৩৬৮৯০৫৬০, ইমেল- contact.sfijulc@gmail.com